একক ৮ ❒ বর্গীকরণ পদ্ধতি

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ সারণিপ্রস্তুতির সোপান

- ৮.২.১ তালিকা বিন্যস্ত ও ফ্যাসেটেড পদ্ধতি
- ৮.২.২ বিশ্লেষণ
- ৮.২.৩ ফ্যাসেট গঠন
- ৮.২.৪ ফ্যাসেটের আভ্যন্তর ক্রম
- ৮.২.৫ উল্লেখক্রম
- ৮.২.৬ ফাইলিং অর্ডার
- ৮.২.৬.১ বিপরীতমুখী বিন্যাসনীতি
- ৮.২.৭ প্রস্তুতি সারণি
- ৮.২.৮ সাংকেতিক চিহ্ন
- ৮.২.৮.১ সাংকেতিক চিহ্নের কাজ ও গুণ
- ৮.২.৯ বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা

৮.৩ অনুশীলনী

৮.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ প্রস্তাবনা

বর্গীকৃত বিন্যাস স্বয়ংপ্রভ নয়। কোনো ধারণা যে একই জায়গায় সংবদ্ধ হবে এমন নয়—বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই ধারণা ঘুরে ফিরে আবৃত্ত হতে পারে। বর্গীকৃত বিন্যাস অনুসৃত হলে ধারণার সঙ্গে প্রসঙ্গের সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটা ব্যাপার এসে যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সম্বন্ধ-নির্ণায়ক কোনো সূত্র। এই সূত্রই হল বর্গীকরণের পদ্ধতি বা স্কীম। আর স্কীম চতুরঙ্গ সমন্বিতঃ সারণি, সাংকেতিক চিহ্ন, বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা ও সংগঠন। সারণি হল বিষয়ের সুশৃংখল তালিকা যা ওই সম্বন্ধকে পরিস্ফুট করে তোলে। সাংকেতিক চিহ্ন বিন্যাসের অরণ্যে পথ-নির্দেশক, বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা সংলেখ বা এন্ট্রি নির্ধারণের সহায়ক ; আর সংগঠন স্কীমটিকে করে চলে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন।

লাইব্রেরিতে গ্রন্থরাজি রীতিবদ্ধ উপায়ে বিন্যস্ত করতে হলে শুরুতেই গ্রন্থের বিষয় সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। উদাহরণ হিসেবে কতকগুলি গ্রন্থনাম গৃহীত হলঃ

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ

ইংরেজি কবিতা

আধুনিক ছোটগল্প

হিন্দী নাটক

ইংরেজি সাহিত্য

জার্মান কবিতা

সাহিত্যের রূপমাধ্যম হিসেবে উপন্যাস

ফরাসি সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর জার্মান কবিতা

স্প্যানিশ উপন্যাসের অবক্ষয়, 1516-1600

বিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য

সাম্প্রতিক ফরাসি নাটক

সংস্কৃত সাহিত্য

ভারতে ডিউই ডেসিম্‌ল ক্লাসিফিকেশনের অগ্রগতি (ডিভিসি)

শিশুদের জন্য রেফারেন্স সার্ভিস

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অটোমেশন

সরকারি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতা

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার

বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারে গবেষণা পত্রিকার নির্বাচন

সাধারণ গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র সংগ্রহ

গ্রন্থাগারে যান্ত্রিক সংবহন (সার্কুলেশন) পদ্ধতি

পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগের অসুবিধা

বর্গীকরণ গবেষণার নানা প্রসঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আইন গ্রন্থের বর্গীকরণ

সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন পদ্ধতি

কলেজ গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ-এন্ট্রি প্রস্তুতি

বর্গীকরণ পদ্ধতির সংশোধন

বাংলাদেশে অন্ধদের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রশাসনিক সমস্যাবলী

উপরের তালিকা থেকে চট করে এই কথাটিই মনে হয় যে, গ্রন্থগুলি প্রধানত সাহিত্য ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীই সমধর্মী ও স্বতন্ত্র। এই সমধর্মী ও স্বতন্ত্র বিষয়ই হল মূল শ্রেণি। গ্রন্থনামগুলিকে যদি রীতিবদ্ধ উপায়ে বিন্যস্ত করতে হয় তা হলে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে দুটি মূল বিষয়ের পতাকাতলে ওদের শ্রেণিবদ্ধ করা। তারপরই প্রতিটি মূলবর্গ নিয়ে বিবেচনা, একটি উপযোগী অনুসন্ধান, আর তার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট নীতিসমন্বিত কয়েকটি সোপান।

৮.২ সারণপ্রস্তুতির সোপান

৮.২.১ তালিকাবিন্যস্ত ও ফ্যাসেটেড পদ্ধতি

বিষয়-সংস্করতার সমস্যা সমাধানের দুটি পথ আছে। প্রথম হল সমস্ত সরল ও মিশ্র বিষয়ের একটি সুসংবদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করা। কিন্তু মিশ্র বিষয়ের সংখ্যা এত অধিক যে এ ধরনের তালিকা প্রস্তুত করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার। যে প্রণালীতে অধিক সংখ্যক মিশ্র বিষয়ের উল্লেখ থাকে তাকেই তালিকাবিন্যস্ত (Enumerative) পদ্ধতি বলা হয়।

বর্তমানে তালিকাবিন্যস্ত পদ্ধতির বদলে অন্য একটি উপযোগী পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাতে থাকে মূল বিষয়সমূহ এবং বিভিন্ন ফ্যাসেটের মধ্যে বিন্যস্ত বিচ্ছিন্ন একক ধারণাগুলি অর্থাৎ আইসোলেটগুলির তালিকা। সঙ্গে থাকে মিশ্র বিষয় গঠনের নিয়মাবলী। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় বিশ্লেষ-সংশ্লেষাত্মক বা ফ্যাসেটেড পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত বিষয়ের উপাদানগুলি এমনভাবে তালিকাবদ্ধ করা হয় যাতে যে- কোনো বিষয় নির্দেশের প্রয়োজন তাদের সংশ্লিষ্ট করে করে নেওয়া যায়।

৮.২.২ বিশ্লেষণ

বিষয় বিশ্লেষণের জন্য গ্রন্থগুলিকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা দেখতে হবে। উপরিউক্ত সাহিত্যশ্রেণীর গ্রন্থনামগুলি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিশ্লিষ্ট ধারণাগুলি বা আইসোলেটগুলি পাওয়া যাচ্ছে:

ইংরেজি, নাটক, বাংলা, কবিতা, উপন্যাস, হিন্দী, ফরাসি, লাটিন, জার্মান, বিংশ শতাব্দী, স্প্যানিশ, 1516-1600, সংস্কৃত।

৮.২.৩ ফ্যাসেট গঠন

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ল্যাটিন, স্প্যানিশ পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ পাওয়া গেল ভাষাবর্গের। অনুরূপভাবে কবিতা, নাটক, উপন্যাস, পদগুলি আভাস দিচ্ছে সাহিত্যের রূপমাধ্যমের অর্থাৎ ফর্ম ফ্যাসেট। আবার 1516-1600, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাহিত্যের কালপর্ব অর্থাৎ পিরিয়ড ফ্যাসেট। সমগ্র তালিকাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধারণাগুলিকে সংকলন করা হল। দেখা গেল, সব ধারণাগুলিই পূর্বোল্লিখিত কোনোও-না-কোনোও বর্গের আওতায় এসে যাচ্ছে। এরকম সমধর্মী গ্রন্থনামের সংখ্যা যতই বাড়ানো যাক না কেন, ফল সেই একই হবে, অর্থাৎ ওই বর্গগুলির গহ্বরেই সব অনায়াসে হয়ে যাবে অনুপ্রবিষ্ট।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পন্থা অনুসৃত হল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যদি তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় তা হলে পাওয়া যাবে চারটি বর্গ: গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারসম্ভার, কর্মপ্রবাহ এবং সাধারণ ফ্যাসেটসমূহ।

ফ্যাসেটের অন্তর্গত ফোসিগুলি সর্বতোরূপে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হবে। একই ফ্যাসেটের দুটি ফোসি নিয়ে মিশ্র বিষয় গঠন সম্ভব নয়। হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে কিছু করা যাবে না কিন্তু ভিন্ন ফ্যাসেট থেকে গৃহীত হলে অনায়াসেই মিশ্র বিষয় তৈরি হতে পারে। যেমন, বাংলা কবিতা, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস।

বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই দুটি বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার: প্রথম, ফ্যাসেটের মধ্যে ফোসির ক্রম ; দ্বিতীয়, মিশ্র বিষয়ের মধ্যে ফ্যাসেটের ক্রম বা উল্লেখক্রম।

৮.২.৪ ফ্যাসেটের আভ্যন্তর-ক্রম

নিয়মানুগ বিষয় বিন্যাস খুবই জরুরী। কারণ ওতে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এ ব্যবহারকারীর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে যথাযথ নীতিরও অভাব নেই। বিশেষ করে যেসব নিরপেক্ষ পরিস্থিতিতেও ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন থেকে বোঝা যায় না সেখানে এই নীতিগুলি খুবই সহায়ক। এ ব্যাপারে রঙ্গানাথন মোটামুটি আটটি ক্রমের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন :

১. **বিবর্তনমূলক** (Evolutionary order) : জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নীতি অপরিহার্য। এর অর্থ পরবর্তীকালে বিবর্তন।

২. **কালানুক্রমিক** (Chronological order) : বিন্যাস প্রসঙ্গে কালানুক্রমিকতার প্রসঙ্গ এসেই পড়ে। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা প্রশ্নাতীত। যে- কোনো কর্মপ্রবাহের কোন্‌টার পর কোন্‌টা করতে হবে এই পরস্পরকে উদ্ভাসিত করে তুলতে কালানুক্রমিকতা অবশ্য বিবেচ্য।

৩. **স্থানিক নৈকট্য** (Spatial contiguity) : ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে বিন্যাস। জ্যোতির্বিদ্যায় এই ক্রম ব্যবহার করা যেতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থানের সান্নিধ্য বা নৈকট্য অনুসারে দেশগুলি সাজানো অনেক সুবিধা। এশিয়ার মধ্যে দেশগুলিকে সাজানো যেতে পারে যেমন, চিন, জাপান, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ভারত, পারস্য, ইত্যাদি।

৪. **ক্রমবর্ধমান জটিলতা** (Increasing complexity) : অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিয়মিত বিকাশ। মূল ধারণা ও তার প্রায়োগিক ক্ষেত্র জুড়ে এই বিকাশ পরিব্যপ্ত। সহজ ধারণা থেকে শুরু করে ক্রমশ জটিলতর ধারণার দিকে বিকাশ। যেমন গণিতশাস্ত্র।

৫. **বর্ণনানুক্রমিক** (Alphabetical order) : অন্য কোনো উপযুক্ত ক্রম খুঁজে না পাওয়া গেলে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন জীবনী—এখানে ব্যক্তিই হয়ে যায় বিষয়। ব্যক্তি-নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী বিন্যস্ত হলে সুবিধেই বেশি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়।

৬. **প্রথাগত** (Canonical order) : কোনোও কোনোও বিষয়কে প্রথানুযায়ী সাজানো যায়। যেমন, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ইত্যাদি।

৭. **পরিমাণগত পদ্ধতি** (Quantitative measure) :

(ক) **ক্রমবর্ধমান পরিমাণ-নীতি** : বিষয়সারি বা বিশ্লিষ্টধারণার সারির মধ্যে বিষয় বা ধারণার বিন্যাসে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি পরিমাণগত পার্থক্য থাকে তাহলে তাকে সাজানো যেতে পারে ক্রমবর্ধমানতার সূত্রানুযায়ী। অবশ্য এই পদ্ধতিকেই যদি ফলপ্রদ বলে মনে হয় তাহলেই এই নীতি অনুসৃত হতে পারে। যেমন, শ্রেণীকক্ষের ছাত্রমণ্ডলীর বর্গীকরণ বৈশিষ্ট্য যদি 'বয়স' হয় তাহলে বয়স অনুযায়ী তাদের ক্রমবদ্ধ করা যায়। যেমন-তেমন ভাবে না সজিয়ে বয়সের দিক থেকে তাদের সাজিয়ে ফেললে বরং একটা পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, একক সঙ্গীত, দ্বৈত সঙ্গীত, সমবেত সঙ্গীত।

(খ) **ক্রমহ্রাসমান পরিমাণ-নীতি** : বিষয়সারি বা বিশ্লিষ্ট ধারণার মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য দেখা দিতেই পারে। সেখানে ক্রমহ্রাসমান নীতি অনুযায়ী বিন্যাসপদ্ধতি স্থিরীকৃত হলে ব্যবহার্যতাই বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ জাতীয় গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার—এরকমভাবে ক্রমেই পরিমাণগত হ্রস্বতা অনুযায়ী ক্রমবিন্যস্ত হতে পারে। এখানে অবশ্য জনসংখ্যা এবং ভূখণ্ডের হ্রস্বতাকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. **ইপ্সিত বিন্যাস** (Favoured category) : লিটারারি ওয়ারেন্টের সীমিত অর্থে এর ব্যবহার। যে বিষয়ে অধিক গ্রন্থ রচিত সেই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবার নীতি হল ঈপ্সিত বিন্যাসনীতি। বিষয়সারির প্রথমেই তাই সেই বিষয়টি অগ্রে বিন্যস্ত হয় যার উপরে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনেক সময় অবশ্য চাহিদা অনুযায়ী বিষয়কে অগ্রাধিকারও দেওয়া হয়। যেমনঃ ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য প্রসঙ্গো আমাদের পক্ষপাত হবে মাতৃভাষারই দিকে।

অনেক সময় দেখা যায় একটি ফ্যাসেটের অন্তর্গত বিশেষ কোনো কোনো ফোসির ক্ষেত্রেই পাঠকের পক্ষপাত। সাধারণ পদ্ধতি পরম্পরা ক্রমেই বিন্যাস প্রণালী আপন পথে গতি লাভ করে। কিংবা শেল্‌ফে বাঁ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে চলে ডানদিকে ; কিংবা ক্যাটালগে ও গ্রন্থপঞ্জি-তে অনুসৃত হয় সম্মুখগতির তত্ত্ব। কিন্তু পাঠকের পক্ষপাত যেটিতে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যদি অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে সেটিই হয়ে ওঠে সর্বাধিক উপযোগী। নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী হয়তো সেটির অবস্থান ছিল মধ্যে কিংবা অন্তে। কিন্তু পক্ষপাত ক্রমের নীতি স্মরণ রেখে তাকে নিয়ে আসা যায় প্রথমেই। যেমন, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে নীতি স্মরণ রেখে তাকে নিয়ে আসা যায় প্রথমেই। বাংলাদেশে বাংলা দিয়েই হল মুখপাত। যে পদ্ধতিই আমাদের অবলম্বন হোক না কেন, এতে সঠিক অবস্থান থেকে বিষয়টিকে বিচ্যুতই করা হচ্ছে। তবে ন্যায়সঙ্গাত ক্রম থেকে সহায়ক ক্রমই আমাদের কাছে বেশি কাঙ্ক্ষিত। এবং এইটিই বড় কথা।

বিন্যাসের কাজ শুরু করার আগে উপরে বর্ণিত সাধারণ নীতিগুলি থেকে একটিকে কাজের জন্য গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য আরও ক্রম আছে—যার প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। বিষয়ের কাঠামোই তখন দান করে পথনির্দেশ। তাই পূর্বাহ্নে প্রয়োজন বিষয়টির সয- পর্যালোচনা। কারণ তার মধ্য দিয়েই গ্রহণযোগ্য রীতিপন্থার নির্দেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৮.২.৫ উল্লেখক্রম (Citation order)

মিশ্র বিষয়ের উপাদানগুলি অবশ্যই ক্রম বজায় রেখে সাজাতে হবে। কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি তখনই স্বীকৃতি পায় যখন তার দ্বারা কোনো বইয়ের সঠিক সন্ধান সম্ভবপর হয় এবং সবচেয়ে বড়ো কথা কাজের দিক থেকে যা হয় সঙ্গাতিপূর্ণ। কাজেই মিশ্র বিষয়ের ফ্যাসেটগুলিকে নির্দিষ্ট ক্রম বজায় রেখে না সাজালে গ্রন্থাগারে বই সাজানো কিছুটা এলোমেলো হতে বাধ্য। এই নির্দিষ্ট ক্রমই হল ফ্যাসেটক্রম বা উল্লেখক্রম। যে ক্রমে ফ্যাসেটের উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যে ক্রমে পূর্বনিপাত ঘটে তাই হল উল্লেখক্রম। সাহিত্যের বিষয়-পরিধির কথা আলোচনা করতে হলে কয়েকটি সুস্পষ্ট ফ্যাসেটক্রমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন, ভাষা-রূপমাধ্যম-কালপর্ব ; কিংবা ভাষা-কালপর্ব-রূপমাধ্যম। সঠিক উত্তর সন্ধানের পূর্বে প্রথমেই বিশেষজ্ঞের অভিমতের কথা ভাবতে হবে, তারপর ওই বিষয় ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য নথির স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ও তার উপযোগিতার প্রসঙ্গা।

যে উল্লেখক্রমই ব্যবহৃত হোক না কেন তা কখনোই সকলকে সব সময় সন্তোষের বারাণসীতে পৌঁছে দেয় না। প্রাথমিক ফ্যাসেটের অন্তর্গত হলে সম্পর্কিত বিষয়গুলি রীতিবদ্ধ বিন্যাসের ফলে একত্র সমাবিষ্ট হয় মাত্র।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখক্রমের দাবিও সোচ্চার। কোনো মিশ্র বিষয়ের জন্য মাত্র একটি স্পষ্ট স্থান নির্দেশের দরকার আছে। হয়তো একটি গ্রন্থ পাওয়া গেল যার বিষয়বস্তু 'লৌহের উপর উত্তাপ প্রয়োগ'। বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট কোনো উল্লেখক্রম নেই। তখন প্রশ্ন উঠবে গ্রন্থটি কোথায় বিন্যস্ত হবেঃ উত্তাপ প্রয়োগ না লৌহের বর্গে ? হয়তো স্থির করা হল গ্রন্থখানিকে 'উত্তাপ প্রয়োগ' সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রাখা হোক। পরের সপ্তাহেই এসে গেল আর একখানি বই। বিষয়বস্তু একই, কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত। তাই এখানিকে লৌহের সঙ্গো ঠাঁই করে দেওয়া হল। কাজেই একই বিষয় হয়ে গেল দুই এবং তাদের স্থানও নির্দিষ্ট হল ভিন্ন দুই ক্ষেত্রে। পাঠক

অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটিতেই দেখতে পাবেন। একই মিশ্র বিষয় একাধিক বর্গে স্থান পেলে তাকে বলা হয় সঙ্কর বর্গীকরণ বা ক্রস-ক্লাসিফিকেশন। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট উল্লেখক্রম থাকে তা হলে এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে না। সঠিক উল্লেখক্রম নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসৃত হয়। যেমন, উপস্থাপনার রূপ, দৃষ্টিকোণ নয় বিষয়েরই অগ্রাধিকার: সাধারণভাবে বিষয়ই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় নানা রূপমাধ্যমে উপস্থাপিত হলেও তার অগ্রাধিকার স্বীকৃত নয়। রসায়নের জ্ঞানকোষ রসায়নবর্গেই বিন্যস্ত হবে, অন্য জ্ঞানকোষের সঙ্গে তাকে রাখলে চলবে না।

উদ্দেশ্য/উৎপত্তি সামগ্রী : অনেক মূল বিষয় আছে যার মূল উদ্দেশ্য হল কোনো বিশেষ সামগ্রী তৈরি কিংবা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। এসব ক্ষেত্রে মুখ্য ফ্যাসেট হিসেবে উৎপাদিত সামগ্রী কিংবা উদ্দেশ্যই পাবে স্বীকৃতি। যেমন, কৃষির উদ্দেশ্য হল শস্য উৎপাদন ; কাজেই মূল বর্গ কৃষির প্রাথমিক ফ্যাসেট হিসেবে গুরুত্ব পাবে শস্য। প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বক্ষেত্রে এই নীতিকেই শিরোধর্ম করা হয়।

সমগ্র-অংশ : ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখায় যন্ত্র অংশ থেকে লাভ করে সমধিক গুরুত্ব। কাজেই উল্লেখক্রমে যন্ত্র-ফ্যাসেটের স্থান হবে অগ্রে তারপর অংশ ফ্যাসেট।

নির্ভরতামূলক নীতি : রঙ্গনাথনের ভাষায় 'প্রাচীর-চিত্র নীতি' (Wall-Picture Principle) হিসেবেই এর পরিচিত। একটা বইয়ের উদাহরণ দেওয়া যাক : '**শিশুরোগের চিকিৎসা**'। চিকিৎসার ধারণার রোগ-ধারণা উপর নির্ভরশীল। কারণ রোগ থাকলে তো চিকিৎসার প্রশ্ন। আবার রোগ হল দেহাশ্রয়ী। এখানে আক্রান্ত **শিশুর** দেহ। কাজেই এখানে উল্লেখক্রম হল: **শিশু** রোগ চিকিৎসা। অর্থাৎ এ হল বিষয়ের অরণ্যে নির্ভরশীলতার সূত্র ধরে ক্রম অবতরণ।

উদ্দেশ্য উপায়ের অধীন : এ সূত্র ধরেও উল্লেখক্রমের তত্ত্ব অনেকে প্রয়োগ করেন। যেমন, সঙ্গীত পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে।

অমূর্ত বিষয়ের আগে স্থান হবে মূর্ত বিষয়ের, যেমন, PMEST-তে। এখানে সার বা ব্যক্তিত্ব (Personality), পদার্থ (Matter), কর্ম (Energy), স্থান (Place), এবং কাল (Time)। এই পাঁচটি বর্গকেই রঙ্গনাথন মৌলবর্গ (fundamental Categories) বলেছেন। কাল বলতে শতক-দশক বন্ধ যে-কোনো কাল পরিমাণ। স্থান বলতে দেশ-প্রদেশ ইত্যাদি। ভৌগোলিক বিভাগ। বাকি বর্গগুলি যথেষ্টই সুবোধ্য। যেমন, সত্তাই (Entity) বিষয় সার, পদার্থের গুণধর্ম (Property) এবং কর্ম (Activity)। বস্তুগত ও ভাবগত দুই ধরনের গুণাবলীই পদার্থ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, টেবিলের কাঠ ও তার আকার, রঙ।

'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বিষয়টিতে মৌলবর্গের ব্যবহার নিম্নরূপ : 'পি' হল গ্রন্থাগারসমূহ (সাধারণ, বিশেষ, শিক্ষালয়), 'এস' হল গ্রন্থাগার সামগ্রী (বই, পত্রপত্রিকা, ইত্যাদি) ; 'ই' হল গ্রন্থাগারের কার্যাবলী (বর্গীকরণ, ক্যাটলগিং, ইত্যাদি)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখক্রমের উদাহরণ হল : সত্তা (Substance), অঙ্গ বা অংশ (Organ/Part), উপাদান (Constituent), গঠন (Structure), আকার (Shape), গুণধর্ম (Property), কাঁচামাল (Raw material), কার্য (Action), চালনা (Operation), প্রক্রিয়া (Process), প্রতিনিধি (Agent), স্থান, কাল।

শেল্‌ফে বিন্যাস বা গ্রন্থপঞ্জিতে ক্রম নির্ণয়-ঘটিত ভাবনার ক্ষেত্রে মিশ্র বিষয়ের জন্য মাত্র একটিই স্থান হবে সুনির্দিষ্ট ; এই কথাটিই স্মরণে রাখতে হবে। আর এই একস্থানিকতার সূত্র থেকেই এসে যাচ্ছে নির্দিষ্ট উল্লেখক্রমের ধারণা। আবার এর থেকেই সমস্যাবলীর উদ্ভব এবং রীতিবদ্ধ বিন্যাসের বিরুদ্ধে সমুদয় সমালোচনার জন্ম। একটি উদাহরণের সাহায্যেই ব্যাপারটি বিশদ হতে পারে। সাধারণ লাইব্রেরিতে সাহিত্যের সন্ধান করতে

গিয়ে পাঠক প্রথমেই ভাষাসূত্র ধরে টানাটানি করে, তারপরই আসে সাহিত্যের রূপমাধ্যম। পাঠকবর্গ ধরেই নেয়, ইংরেজি সাহিত্যের সমুদয় গ্রন্থ একই স্থানে সংন্যস্ত এবং সেইমতো চেয়ে বসে উপন্যাস, নাটক, বা কবিতার বই। কালপর্ব কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে নিয়ে আসে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরির ক্ষেত্রে দেখা দেয়, ভিন্নতর পরিস্থিতি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ লাইব্রেরির মতো ভাষাই হয়ে ওঠে মুখ্য ; কিন্তু রূপমাধ্যমের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে কালপর্ব। কাজেই দুইরকম পরিস্থিতিতে দুইরকম বর্গবদ্ধতা গুরুত্ব লাভ করছে।

৮.২.৬ ফাইলিং অর্ডার

বিষয় সরলই হোক বা মিশ্রই হোক, সারণিতে তা কোনো পরম্পরাক্রমে স্পষ্ট লিখিত, থাকবে সে সম্বন্ধেও সচেতনতা প্রয়োজন, পর্যালোচনাও। ফাইলিং অর্ডারের প্রাথমিক নীতি হল বিশেষের আগে সাধারণকে স্থান দেওয়া। রীতিবন্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক সর্বজন সমর্থিত নীতি হিসেবে একেই শিরোধার্য করা হয়।

কোনো একটি নথির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ফ্যাসেটগুলিকে সমন্বিত করে উল্লেখক্রম। বিভিন্ন ফ্যাসেট অবলম্বী বিষয়সমূহ যখন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তাকে বিন্যস্ত করা সমস্যার। যেমন উল্লেখক্রম থেকে জানা গেল ‘শিশুদের মধ্যে চিন্তার ক্রমবিকাশ’ বিষয়ক গ্রন্থখানির মধ্যে যোগ করতে হবে দুটি ফ্যাসেট এইভাবে শিশু/চিন্তন। দুখানি বই হলেই ফ্যাসেটের ফাইলিং অর্ডার নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। একখানি বইয়ের আলোচ্য বিষয় শিশু মনস্তত্ত্বের সমুদয় দিক ; অন্যখানির বিষয়বস্তু হল—চিন্তনের সমুদয় দিক। বই দুখানি কী প্রথমে শিশু পর্যায়ে বিন্যস্ত হবে, না বিন্যস্ত হবে চিন্তন পর্যায়ে। এই মর্মে রঙ্গানাথনের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য। যে বিষয়টি যত বিমূর্ত তাকে প্রথম স্থানে রেখে তিনি মূর্ত বিষয়কে দ্বিতীয় স্থানে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী। কাজেই চিন্তন বিষয়ক গ্রন্থখানি প্রথম স্থানে আর শিশু বিষয়ক গ্রন্থখানি বিন্যস্ত হবে দ্বিতীয় স্থানে। এ হল উল্লেখক্রমে ব্যবহৃত নীতির ঠিক বিপরীত। সেইহেতু একে বিপরীতমুখী বিন্যাস নীতি (Principle of inversion) বলা হয়।

৮.২.৬.১ বিপরীতমুখী বিন্যাসনীতি

এই নীতিটি বিশদ করার জন্য মূল বিষয় সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে এরকম সাতটি শীর্ষনাম নিম্নে উদাহৃত হল :

বাংলা উপন্যাস
বিশ শতকী সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি
সাহিত্যের রূপমাধ্যম হিসেবে উপন্যাস
বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য
বাংলা সাহিত্য
বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস
আধুনিক উপন্যাস 1900—

ভাষা—রূপমাধ্যম—কালপর্বঃ এই উল্লেখক্রম অনুযায়ী বিষয়গুলি পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে নিম্নলিখিত ভাবেঃ

বাংলাঃ উপন্যাস (1)
বিশ শতক (2)
উপন্যাস (3)

বাংলাঃ বিশ শতক (4)

বাংলাঃ উপন্যাসঃ বিশ শতক (6)

উপন্যাসঃ বিশ শতক (7)

এটা নিষ্পন্ন হবার পর যেখানে ভাষার উল্লেখ নির্দিষ্ট সেখানে উল্লেখক্রম অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধকরণ সম্ভব। যেখানে শুধু রূপমাধ্যম নির্দিষ্ট বা শুধু কালপর্ব উল্লিখিত সেখানেও এটা করা সম্ভব।

ক-শ্রেণী বাংলাঃ উপন্যাস (1)

বাংলাঃ বিশশতক (4)

বাংলা (5)

বাংলাঃ উপন্যাস ; বিশ শতক (6)

খ-শ্রেণী

উপন্যাস (3)

উপন্যাসঃ বিশ শতক (7)

গ-শ্রেণী

বিশ শতক (2)

এইভাবে যখন বিন্যস্ত করা গেল তখন এই শ্রেণীগুলিকে বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য ; কারণ উল্লেখক্রমের উদ্দেশ্যই এই। 6, 7, এবং 2 নম্বর বিষয়গুলির কথা যদি গৃহীত হয় তা হলে বিশেষের পূর্বে সাধারণ পূর্বে সাধারণের স্থিতি—এই নীতি অনুযায়ী এগুলি যে ক্রম অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে তা হলঃ 2, 7, 6।

বিশ শতক (2) (গ-শ্রেণী)

উপন্যাসঃ বিশ শতক (7) (খ-শ্রেণি)

বাংলাঃ উপন্যাসঃ বিশ শতক (6) (ক-শ্রেণী)

যদি শ্রেণীগুলিকে যথাযথরূপে বজায় রাখতে হয় তা হলে গ শ্রেণি খ শ্রেণির পূর্বে অবশ্যই বিন্যস্ত হবে, এবং সকলের শেষে স্থিত হবে ক শ্রেণী। খ শ্রেণীর মধ্যে আবার 7-এর আগে স্থান হবে 3-এর। ক শ্রেণীর মধ্যে 5 বসবে সকলের আগে, কারণ সব কটি থেকে বিষয় হিসেবে এ ব্যাপকতর চারিত্র্যের অধিকারী। আর সেই হিসেবে ৬-এর স্থান হবে একেবারে শেষে। কারণ এটি সবচেয়ে বেশি বিশেষায়িত। কিন্তু পড়ে থাকছে 1 ও 4। এদের স্থান নির্দেশ করতে গেলে 1-কে ফেলতে হবে 6-এর আগে। কারণ উভয়েই বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করছে। কাজেই আদলটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হলঃ

গ-শ্রেণী	বিশ শতক	(2)
খ-শ্রেণী	উপন্যাস	(3)
	উপন্যাস : বিশ শতক	(7)
ক-শ্রেণী	বাংলা	(5)
	বাংলা : বিশ শতক	(4)
	বাংলা : উপন্যাস	(1)
	বাংলা : উপন্যাস : বিশ শতক	(6)

দুটি সূত্র এতক্ষণ অনুসৃত হল। প্রথম সূত্র : উল্লেখক্রম—ভাষা, রূপমাধ্যম, কালপর্ব। দ্বিতীয় সূত্র : বিশেষের পূর্বে সাধারণ। ফলশ্রুতি সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলে প্রথমেই বলতে হয়, সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাসেট কালপর্ব বসছে প্রথমে, আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব যার সেই ভাষা বসছে একবারে শেষে। অর্থাৎ উল্লেখক্রমের বিপরীত প্রক্রিয়া হল ফাইলিং অর্ডার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোনো কোনো বর্গীকরণ স্কীম বিপরীতমুখী বিন্যাস নীতিকে উপেক্ষা করে গেছে। উদাহরণস্বরূপ ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানির স্কীমের কথা, যা প্রণীত হয়েছিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়কে বর্গীকৃত করার জন্য কিংবা ডি. জে. ফসফেট উদ্ভাবিত 'অকুপেশনাল সেফ্‌টি অ্যান্ড হেলথ' স্কীমের কথা স্মরণীয়। যদিও ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানির স্কীমের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রথম সংস্করণের পরই উপলব্ধ হল ব্যবহারিক দিক থেকে আর অসম্পূর্ণতা। যদি এই স্কীম নতুন করে তৈরি করা সম্ভব হত তাহলে সম্পাদকবর্গ নিশ্চিতই বৈপরীত্যের নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

৮.২.৭ প্রস্তুতি সারণি

একটি বিষয় অবলম্বন করে সীমাবদ্ধভাবে সারণি প্রস্তুতির কৌশল প্রদর্শিত হতে পারে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান না হয় হোক আমাদের অবলম্বন। শুরুতে শিরোনামগুলি দেখে নিয়ে বিশ্লিষ্ট ধারণাগুলি বা আইসোলেটগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিশ্লিষ্ট ধারণাগুলি নিয়ে কয়েকটি ফ্যাসেট নির্ণয় করতে হবে। তারপর ফ্যাসেটের মধ্যে ফোসিকে কোনো সাহায্যপ্রদ ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলা এবং ফ্যাসেটগুলিকে উল্লেখক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা। শেষমেষ সারণি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট ধারণাগুলিকে চারটি ফ্যাসেটে ভাগ করা যেতে পারে :

গ্রন্থাগার	দ্রব্যসম্ভার	কর্মকাণ্ড	সাধারণ ফ্যাসেটসমূহ
বিশেষ	সংবাদপত্র	সহযোগিতা	গবেষণা
সরকারি	গ্রন্থ	প্রশাসন	সংশোধন
বিশ্ববিদ্যালয়	সাময়িক পত্রিকা	নির্বাচন	অটোমেশন
কলেজ	আইন গ্রন্থ	বর্গীকরণ	
সাধারণ		স্কীম	বিভিন্ন স্থানসমূহ
জাতীয়		ডিভিসি	
অন্ধদের জন্য		ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুতি	
শিশুদের		ক্যাটালগ	
রেফারেন্স		সার্কুলেসন (সংবহন)	
শিল্পবিষয়ক			

এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থাগার আছে অনেক এবং এগুলির জন্য একাধিক উপফ্যাসেটের উদ্ভব হচ্ছে।

প্রকার	পাঠকগোষ্ঠী	ব্যবহারের ধরন	বিষয় পরিধি
বিশেষ	অন্ধ	রেফারেন্স	শিল্প বিষয়ক
সরকারি	শিশু		
শিক্ষাশ্রয়ী			
বিশ্ববিদ্যালয়			
কলেজ			
সাধারণ			
জাতীয়			

দ্রব্যসম্ভার-ফ্যাসেট আবার দুটি ভাগ করা যায়

বিষয়	আকার
আইন	বই
	সংবাদপত্র
	সাময়িক পত্রিকা

কর্মকাণ্ড ফ্যাসেটে এমন কতকগুলি ধারণা পাওয়া যায় সেগুলি পরনির্ভর। যেমন, বর্গীকরণ নির্ভরশীল বর্গীকরণ স্কীমের উপর। ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুতি নির্ভরশীল ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপের উপর। কতকগুলি ধারণা পাওয়া যাবে যেগুলি যে-কোনো মূল বর্গের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে। এগুলিকে বলা হয় সাধারণ ফোসি বা কমন ফোসি। এরকম চারটি দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত। তবে বর্তমানে দুটি মাত্র লভ্য।

যেমন, স্থান এবং সাধারণ বিষয়।

ফ্যাসেট গঠন সাঙ্গা হলে উল্লেখক্রমের বা ফ্যাসেটক্রমের আশ্রয় গ্রহণ। নিরপেক্ষ পরিস্থিতিতে এই ক্রম হতে পারে: গ্রন্থাগার—দ্রব্যসম্ভার—কর্মকাণ্ড। গ্রন্থাগারের মধ্যে আমরা স্থির করতে পারি যে, প্রকারই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারপরই পাঠকগোষ্ঠী, ব্যবহারের ধরন। আর সব শেষে আসে বিষয়। দ্রব্যসম্ভার প্রাথমিকভাবে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যস্ত হতে পারে, তারপর তার বহিরাঙ্গিক দিক বিবেচ্য হতে পারে। দুটি সাধারণ ফ্যাসেটের মধ্যে স্থান বিষয়ের চেয়েও গুরুত্ব লাভ করে। এইভাবেই আমরা পেয়ে যাই একটি সামগ্রিক ক্রমের সন্ধান।

গ্রন্থাগার—প্রকার—পরিসেবিত পাঠকগোষ্ঠী—ব্যবহারের ধরন—বিষয়—

দ্রব্যসম্ভার—বিষয়—বহিরাঙ্গিকরূপ—কর্মকাণ্ড—স্থান—সাধারণ ফ্যাসেটসমূহ

যদি বিপরীতমুখী বিন্যাস নীতি অনুসৃত হয় তাহলে পাওয়া যাবে সারণির একটি পরিলেখ বা আউটলাইন:

সাধারণ বিষয়সমূহ
স্থান
কর্মকাণ্ড
দ্রব্যসম্ভার
  আকারগত
বিষয়গত
  গ্রন্থাগার
  বিষয়গত
  ব্যবহারগত
  পরিষেবিত পাঠকগোষ্ঠী
  প্রকারগত

প্রত্যেক ফ্যাসেটের মধ্যেই দরকার কোনো-না-কোনো সহায়ক্রম। সাধারণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেউ স্বয়ং প্রকাশিত নয়। স্থানের জন্য প্রচলিত কোনো সারণি ব্যবহার করা যেতে পারে। সংবহন বা সার্কুলেশনের প্রশ্ন উঠলে চলে যেতে হবে প্রশাসনশীর্ষে। দ্রব্যসম্ভারের ব্যাপারে বই-ই হল প্রথম এবং সর্বজনসমর্থিত গ্রন্থাগার সামগ্রী তাকে দিয়ে উদ্বোধন হবে ক্রম-পরম্পরার। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পরিসেবিত পাঠকগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে কৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি সারণির পরিলেখ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

সাধারণ বিষয়সমূহের উপবিভাগ
  গবেষণা

  সংশোধন
  অটোমেশন
স্থানসমূহের উপবিভাগ
(সারণির প্রয়োজন নেই)   সাধারণ জাতীয়
  কর্মকাণ্ড
    প্রশাসন
    নির্বাচন
    সংগ্রহ
    সংবহন
  টেকনিকাল সার্ভিস
    বর্গীকরণ
    পদ্ধতি
    ডিভিসি
ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুতি
    ক্যাটালগ
    পুস্তকাকৃতি
    সহযোগিতা
  দ্রব্যসম্ভার
    আকারগত
      বই
      পত্রিকা
      বিষয়গত
  (সারণির প্রয়োজন নেই)
      গ্রন্থাগার
      বিষয়গত
  (সারণির প্রয়োজন নেই)
      ব্যবহারগত
      রেফারেন্স
  পরিষেবিত পাঠকগোষ্ঠী
      শিশু
      অন্ধজন
      প্রকারগত
      বিশেষ
      সরকারি
      শিক্ষালয়
      কলেজ
      বিশ্ববিদ্যালয়

৮.২.৮ সাংকেতিক চিহ্ন

সুবিন্যস্তক্রম স্বতঃপ্রকাশক নয়। বিশেষ একটি বিষয়কে পরম্পরাক্রমে খুঁজে পেতে হলে তার অবস্থান নির্দেশ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় সাংকেতিক চিহ্নের। এই চিহ্নিতকরণ হল বর্গীকরণ পদ্ধতিতে কোনো কিছু সুবিন্যস্ত করার সাংকেতিক কৌশল মাত্র। বর্গীকরণ হয় ধারণার সাহায্যে। চিহ্নিতকরণের কাজ পরবর্তী পর্যায়ের এবং এর কাজ মাত্র ক্রম নির্দেশ করা। কোনো বর্গীকরণ স্কীমের উন্নয়ন সাধনে এর কোনো অবদান নেই, যদিও ফলপ্রসূ করার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা এর স্বীকৃত।

অনেকের মতে সাংকেতিক চিহ্নের ভূমিকা গৌণ। কিন্তু আর পেজিস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Problems de Classification Culturelle Documentaire et Paris, 1955"-এ বললেন, সাংকেতিকতা আদৌ গৌণ নয়, বরং তা হল ভিত্তিস্থানীয়। কোনো তত্ত্ব গঠনের সময় যেমন বিশেষ কোনো বিষয় লাভ করে সংহতিসুষমা তেমনি অন্য যে-কোনো সংকেত চিহ্নের মতোই বর্গীকরণের সংকেতচিহ্নও স্পষ্ট করে চিন্তার কাঠামো। যে ছকে তত্ত্বের উপাদানসমূহ রূপ পরিগ্রহ করে এবং যে ছকে গাণিতিক সাংকেতিক চিহ্ন প্রকাশ লাভ করে এ দুয়ের মধ্যে সমান্তরালতাই দৃষ্ট হয়। সাংকেতিক চিহ্নের গঠন পর্যালোচনা করা আর আমাদের চিন্তনপ্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে সমার্থক। মনের গঠনের সঙ্গেই চলেছে তার গঠন, মনের বাড়নের সঙ্গেই তার বাড়। কাজেই পেজিস এরিক দ্য গ্রোলিয়ারের মতো সাংকেতিক চিহ্ন অনুধাবনের পথ খুঁজেছেন ভাষাতত্ত্বের আধুনিক তত্ত্বের মধ্যে।

৮.২.৮.১ সাংকেতিক চিহ্নের কাজ ও গুণ

সাংকেতিক চিহ্নের কাজ ও গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। চিহ্নের দুটি কাজ এবং প্রধান কাজ হল কাঙ্ক্ষিত ক্রমকে অটুট রাখা। প্রচলিত ক্রমপর্যায়সূচক কোনো সংকেতগুচ্ছ দ্বারা এ কাজ সাধিত হতে পারে। যেমন, ইংরেজির ছাব্বিশটি বর্ণের প্রচলিত ক্রমটি হল 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত। যদি একটি সংকেতগুচ্ছ ব্যবহৃত হয় তা হলে সেই চিহ্নের প্রকৃতি হল অমিশ্র (Pure)। যেমন, 0-9, a-z, A-Z হল ভিন্ন সংকেতগুচ্ছর উদাহরণ। যদি দুই বা ততোধিক রকমের সংকেতচিহ্নের ব্যবহার করা হয় তা হলে সেই চিহ্নের প্রকৃতি হল মিশ্র 1 (Mixed)। ভবিষ্যতে নতুন বিষয়ের উদ্ভব হলে তাদের জায়গা দিতে হবে সাংকেতিক চিহ্নের অটুট ক্রমের মধ্যে। কাজের দিক থেকে চিহ্নের এই গ্রহণ ক্ষমতাকে ইংরেজিতে 'হসপিটালিটি' বলা হয়েছে। অতিথিপরায়ণ চিহ্ন যে-কোনো নতুন বিষয়কে যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়। পূর্ণসংখ্যার সেই গ্রহণ-ক্ষমতা নেই। পর পর 1,2,3,4 সংখ্যাগুলিকে যদি কারও জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তা হলে 1 ও 2-এর বা 233-এর মাঝখানে জায়গা করে দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এদিক থেকে দশমিক সংখ্যার গ্রহণ ক্ষমতা অনেক বেশি। অবশ্য দশমিক পদ্ধতিতে অধীনস্থ ধারণাগুলিকেই স্থান করে দেওয়া যায়। সমপদস্থ বিষয়কে গ্রহণ করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা রঙ্গানাথন করেছেন। ('কোলন ক্লাসিফিকেশন' অধ্যায়ে এটি আলোচনা করা হয়েছে)।

সাংকেতিক চিহ্নের দ্বিতীয় কাজটি হল নির্দেশকরণ ও সংযোগস্থাপনের। ক্যাটালগ ও গ্রন্থাগার বিন্যস্ত সম্ভারের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ হল এই চিহ্ন। বলা বাহুল্য এই চিহ্ন ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। চিহ্নের যে গুণপনার কথা আগে বলা হয়েছে তা নিতান্তই প্রযুক্তিগত। কারণ চিহ্নের কার্যকারিতার জন্য ওটি দরকার। চিহ্নের অন্য গুণের মধ্যে ব্যবহারকারীদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার কথাটিও বিচার্য। এটি হল মনস্তাত্ত্বিক। এক কথায় এ গুণের নাম সরলতা। চিহ্ন হবে সহজপাঠ্য, সহজলেখ্য ও সহজ-স্মর্তব্য। অমিশ্র থাকলে পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ। এটা যুগপৎ মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত গুণ।

চিহ্ন সংক্ষিপ্ত হলে ব্যবহারকারীদের সুবিধে। ফ্যাসেটের মধ্যে জাতি-উপজাতি সম্পর্কেও চিহ্ন বিশদ করতে পারে। দশমিক নীতির সাহায্যে এটি করা সম্ভব। উপজাতি যে জাতির অধীনস্থ এটি দশমিক বিভাজনেরই

নিহিতার্থ। যে সাংকেতিক চিহ্ন এই জাতি-উপজাতির ক্রমপর্যায়কে প্রকাশ করে তাকে বলে ক্রমপর্যায়ী (Hieravchical notation)। ক্রমপর্যায়ী চিহ্ন বর্গীকরণের গঠনক্রমকে কিংবা ক্রমপর্যায়কে প্রতিফলিত করে। আর সেই সঙ্গো বিভাজনের পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে প্রকাশক্ষম চিহ্ন (Expressive notation)।

সাংকেতিক চিহ্ন স্মৃতি-সহায়কও (Mnemonics) হতে পারে। কোনো বিষয়ের পুনরুল্লেখমাত্রই ওই একই চিহ্নের কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। তবে সাংকেতিক চিহ্নের স্মরণসামর্থ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সাংকেতিক চিহ্নের মধ্যে নমনীয়তার (Flexibility) সংস্থানও করা যেতে পারে। বর্গীকরণ স্কীমে বিষয়ের স্থান ও ফ্যাসেটক্রমকে অদলবদল করে সাংকেতিক নমনীয় করা সম্ভব।

৮.২.৯ বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা (Alphabetical Subject Index)

সুসংবদ্ধ ক্রম স্বয়ংপ্রকাশক নয়। কোনো বিষয়কে সঠিকস্থানে খুঁজে পেতে হলে আমাদের চাই সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্য। অবশ্য এই সাংকেতিক চিহ্নকেও খুঁজে পাওয়ার সমস্যা আছে। এই ব্যাপারে বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা পথপ্রদর্শক। কারণ পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করতে হলে আমাদের পক্ষে ব্যবহার অপরিহার্য। উৎকৃষ্ট কোনো নির্দেশিকা দুটি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করেই :

(ক) সুবিন্যস্ত বর্গীকরণের মধ্যে বিষয়কে খুঁজে বের করে।

(খ) বর্গীকরণে যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কসূত্র নির্দেশ করে।

৮.৩ অনুশীলনী

১। তালিকাবিন্যস্ত বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

২। ফ্যাসেটের অন্তর্গত ফোসিগুলি কীভাবে বিন্যস্ত হবে ?

৩। উল্লেখক্রম উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৪। সাংকেতিক চিহ্নের কাজ কী ?

৮.৪ গ্রন্থপঞ্জি

1. Chakrabarti, B. : Library classification theory, Calcutta, Wrold Press, 1994.
2. Ranganathan, S. R.: ‘Prolegomena to library classification, 3rd ed. Bombay, Asia Publishing House, 1967.